নাম: মো: আবুল বাশার

জন্ম তারিখ: ১ মার্চ, ১৯৮২

শহীদ হওয়ার তারিখ: ৮ আগস্ট, ২০২৪

ব্যক্তিগত তথ্য:

পেশা : ব্যবসায়ী (রিচার্জের দোকান)
শাহাদাতের স্থান : পাথরঘাটা হল রোড, বরগুনা

শহীদের জীবনী

গণঅভ্যুত্থানে শহীদ হয়ে ওঠার বেদনাহত কাহিনী

শহীদ পরিচিতি
মো: আবুল বাশার।এক নিভৃত পল্লীর প্রাণখোলা মানুষ।জন্মেছিলেন ১৯৮২ সালের ১ মার্চ, বরগুনার পাথরঘাটায়।ছিলেন একজন সাধারণ ব্যবসায়ী পাথরঘাটা বাজারের এক কোণায় ছোট্ট একটি ফ্লেক্সি ও রিচার্জের দোকান ছিল তার জীবন ও জীবিকার কেন্দ্রবিন্দু।জীবন চলছিল নিরবে, শান্তভাবে।কিন্তু ইতিহাস তাকে ডেকে নিয়েছিল অন্য এক উচ্চতর পরিচয়ে তিনি হয়ে উঠেছিলেন শহীদ আবুল বাশার।ইসলামী আন্দোলনের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে তিনি ছিলেন অনন্য।

জন্ম ও পরিবার
পাথরঘাটা উপজেলার উত্তর গহরপুর গ্রামের এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন আবুল বাশার।বাবা মৃত মতিউর রহমান শিকদার, মা জয়তন নেসা, যিনি এখনও জীবিত, বয়স সত্তর ছুঁয়েছে।মা এক গৃহিণী; তাঁর চোখে আজও জ্বলজ্বল করে ছেলের স্মৃতি।স্ত্রী তানিয়া বেগম, এইচএসসি পাস, গৃহিণী হিসেবে সংসার সামলাতেন নিঃশব্দে।তাদের দুটি সন্তান এক কন্যা ও এক পুত্র।মেয়ে মোছা. জুবাইদা আক্তার, বয়স ১১, পাথরঘাটা আদর্শ গার্লস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী।ছেলে জুবায়ের, বয়স ৪, নার্সারি পড়ুয়া, পাথরঘাটা মহিলা মাদ্রাসার শিক্ষার্থী।এই পরিবার ছিল আবুল বাশারের জীবনের ধ্রুবতারা।প্রতিদিন দোকান থেকে ফিরে সন্তানের কপালে চুমু খেয়ে দিন গোনার মানুষটি আওয়ামী রাজনীতির বলি হয়ে শহীদের তালিকায় নাম লেখালেন।রচিত করলেন একটি নির্মম বাস্তবতার ইতিহাস।
কর্ম ও জীবনযাপন
ছোট্ট একটি রিচার্জের দোকান চালিয়ে সংসার চলত কোনোমতে।নিজের কোনো জমি নেই, সহায়-সম্পদও নেই।ভাইয়ের সাহায্যে কোনোরকমে চলছে পরিবারটি।আবুল বাশার কখনও কারও কাছে হাত পাতেননি, নিজের ঘামেই রুটিরুজি করতেন।সন্ধ্যা নামলে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরতেন।৮ আগস্ট ২০২৪ সাল, সে রাতটাও ছিল তেমনই একটি সাধারণ রাত, যদিও তা হয়ে উঠেছিল ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ রাত।
আন্দোলনের পটভূমি ও যোগদান
২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে কোটা সংস্কার আন্দোলন।দেশের তরুণ-তরুণী, ছাত্র-শিক্ষক, পেশাজীবীরা যুক্ত হন এই ন্যায্য দাবির লড়াইয়ে।আন্দোলন রূপ নেয় গণঅভ্যুত্থানে।দেড় হাজারের বেশি মানুষ শহীদ হন এই বিপ্লবে।আবুল বাশার প্রতিবাদে গলা মিলিয়েছিলেন, কথা বলেছিলেন দোকানে আসা শিক্ষার্থীদের পক্ষে।এই ক্ষুদ্র সমর্থনই হয়ে দাঁড়ায় তার মৃত্যুর কারণ।
যেভাবে তিনি শহীদ হলেন
২০২৪ সালের ৮ আগস্ট, রাত ১০টা।দোকান বন্ধ করে বাড়ির পথে হাঁটছেন আবুল বাশার।পাথরঘাটা হল রোডে পৌঁছাতেই ওঁৎ পেতে থাকা স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসী মুছা, সোহেল, সিদ্দিক, সাত্তার তার পথরোধ করে।কথা বলার সুযোগ না দিয়েই তাদের একজন মুখে ধারালো রড ঢুকিয়ে দেয়।বাশার লুটিয়ে পড়েন রক্তাক্ত অবস্থায়।এরপরও সন্ত্রাসীরা পিটিয়ে যায় অমানবিকভাবে।তিনি ঘটনাস্থলেই শহীদ হন।চারপাশে ছিল নিস্তব্ধতা, শুধু দুর্বৃত্তদের উল্লাসময় চিৎকার প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল পাথরঘাটার বাতাসে।মৃত্যুর পরের দিন নিজ গ্রামে জানাজা ও দাফন সম্পন্ন হয়।জানাজায় হাজার হাজার মানুষ ভিড় করে, বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে।প্রতিবেশী ঈসা বিল্লাহ বলেন: "তিনি ছিলেন সদা হাস্যজ্জল ও মিষ্টভাষী।কখনও রাগ করতেন না কারও সাথে।আমি এই হত্যার বিচার চাই।'
পরিবার এখন কোথায়?
আজ সেই পরিবার দিশেহারা।একমাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তিকে হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে তারা।মা, স্ত্রী ও দুই শিশু সন্তান চারটি মুখ প্রতিদিন অপেক্ষা করে সেই মানুষটির, যিনি আর কখনও ফিরবেন না।পরিবারের নেই কোনো আয়ের উৎস।ভাইয়ের অল্প সহযোগিতায় চললেও তাতে টিকে থাকা দুঃসাধ্য।দুই সন্তানের শিক্ষা, খাবার, চিকিৎসা সবই এখন অনিশ্চয়তার মুখে।
একজন নিরীহ, ভালোবাসার মানুষ মো: আবুল বাশার আজ শহীদ আবুল বাশার।তার রক্তের ঋণ কোনোদিন শোধ করা যাবে না, কিন্তু তার পরিবারকে সাহায্য করা আমাদের মানবিক দায়িত্ব।এই লেখাটি শুধু একটি পরিবারের কান্না নয়, এটি বাংলাদেশের প্রতিটি বিবেকবান মানুষের আত্মার স্পর্শ।আবুল বাশারের রক্ত বৃথা যেতে পারে না।ইতিহাসে তার নাম থাকবে সম্মানের সঙ্গে, বীরত্বের সঙ্গে।
অর্থনৈতিক প্রস্তাবনা
শহীদ পরিবারের প্রতি কিছু মানবিক প্রস্তাবনা উপস্থাপন করা হলো:
১. মাসিক ১৫,০০০ টাকা সহযোগিতার মাধ্যমে ছেলে-মেয়ের শিক্ষা ও জীবিকা নিশ্চিতকরণ।
২. থাকার জন্য একটি ঘর নির্মাণের ব্যবস্থা, যাতে তারা একটি নিরাপদ আশ্রয়ে বেঁচে থাকতে পারে।

নাম : মো: আবুল বাশার
জন্ম তারিখ : ০১-০৩-১৯৮২
জন্মস্থান : পাথরঘাটা, বরগুনা
পেশা : ব্যবসায়ী (রিচার্জের দোকান)
স্থায়ী ও বর্তমান ঠিকানা : গ্রাম: উত্তর গহরপুর, ইউনিয়ন: সদর, থানা: পাথরঘাটা, জেলা: বরগুনা
পিতার নাম : মৃত মতিউর রহমান শিকদার
মায়ের নাম : জয়তন নেসা (৭০), পেশা: গৃহিণী
স্ত্রীর নাম : তানিয়া বেগম (৩৪), পেশা: গৃহিণী, শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসি
পরিবারের সদস্য : ছেলে: ১, মেয়ে: ১
: ১. মু জুবায়ের, বয়স: ৪, ছাত্র, পাথরঘাটা মহিলা মাদ্রাসা, শ্রেণি: নার্সারী, সম্পর্ক: ছেলে
: ২. মোসা: জুবাইদা আক্তার, বয়স: ১১, পাথরঘাটা আদর্শ গার্লস বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়,
শ্রেণি: ৬, সম্পর্ক: মেয়ে
ঘটনার স্থান : পাথরঘাটা হল রোড, বরগুনা
আক্রমণকারী : মুছা, সোহেল, সিদ্দিক, সাত্তারসহ স্থানীয় আওয়ামী সন্ত্রাসী
আক্রমণের ধরণ : গলার মধ্যে ধারালো রড ঢুকিয়ে হত্যা
আহত হওয়ার তারিখ : ০৮/০৮/২৪, সময়: রাত ১০টা
শহীদ হওয়ার তারিখ : ০৮/০৮/২৪, সময়: রাত ১০টা (ঘটনাস্থলে)
দাফন : নিজগ্রাম